দেশের বাজারে ম্যানফ্রোটোর পণ্য

সোহেল রানা

তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে প্রতিনিয়তই বাড়ছে ফটো ও ভিডিওগ্রাফির বিস্তৃতি। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশে এই খাতটি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। মানসম্পন্ন ছবি তুলতে বা প্রফেশনাল ফটোগ্রাফির কাজে নানা সরঞ্জাম লাগে। শুধু ফটোগ্রাফি নয়– ভিডিওগ্রাফি, সিনেমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ফটোগ্রাফির সরঞ্জাম উৎপাদন ও বিপণনকারী বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান ইতালিয়ান কোম্পানি ম্যানফ্রোটো বাংলাদেশের বাজারে কাজ শুরু করেছে। ফটোগ্রাফিক সরঞ্জাম আমদানি ও বাজারজাতকারী দেশী প্রতিষ্ঠান ট্রেড কর্পোরেশন ম্যানফ্রোটোর অনুমোদিত পরিবেশক হিসেবে নতুন বছরের ৫ জানুয়ারি থেকে দেশের বাজারে পণ্য বিক্রি শুরু করেছে। বর্তমানে ট্রেড কর্পোরেশন ম্যানফ্রোটোর ট্রাইপড, মনোপড, স্ট্যান্ড, ব্যাগ, শোল্ডার ব্যাগ, টেবিল টপ ট্রাইপড, লাইটিং স্ট্যান্ড বাজারজাত করছে। ফটোগ্রাফি ও ভিডিওগ্রাফিতে এসব সরঞ্জাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যানফ্রোটোর পণ্য সম্পর্কে ট্রেড কর্পোরেশনের প্রোডাক্ট ম্যানেজার শাকুর রিয়াজাত বলেন, বিশ্বব্যাপী ম্যানফ্রোটোর পণ্য ব্যাপক পরিচিত এবং সব জায়গায় পাওয়া যায়। ৬৫টি দেশে ম্যানফ্রোটোর ডিস্ট্রিবিউটর আছে। ম্যানফ্রোটো ডিস্ট্রিবিউটরদের মাধ্যমে তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করে। যারা বাংলাদেশের ফটোগ্রাফি সম্পর্কে জানেন, তারা ট্রেড কর্পোরেশনকে চেনেন। ১৯৮০ সাল থেকে ট্রেড কর্পোরেশন দেশের বাজারে সাফল্যের সাথে কাজ করে আসছে। আগে ইয়াশিকা ক্যামেরা, ইরা ফটোপেপার, সাদা-কালো ইউরো ২০০০ ফটোফিল্মের ডিস্ট্রিবিউটর ছিল ট্রেড কর্পোরেশন। এ ছাড়া ফটোগ্রাফির বেশিরভাগ সরঞ্জাম বাজারজাত করে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে ডিজিটাল যুগে এসে ট্রেড কর্পোরেশন কোডাকের ডিস্ট্রিবিউটর হয়। নতুন করে শুরু হয়েছে ম্যানফ্রোটোর সাথে কাজ। শাকুর রিয়াজাত বলেন, কোডাকের ফিল্ম, পেপার, কালি আমরা ডিস্ট্রিবিউট করি। ফটোগ্রাফিক পণ্য নিয়ে সাফল্যের সাথে দীর্ঘদিন ব্যবসায় করায় আমাদের কাজের মূল্যায়ন করে ম্যানফ্রোটো। গত বছর দেশের বাজারে আমাদের মাধ্যমে কাজ করার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে এ প্রতিষ্ঠানটি। ম্যানফ্রোটোর পণ্য বিশ্বমানের। আমরা প্রথমে ধারণা করিনি যে ম্যানফ্রোটোর মতো বিশ্বসেরা একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বাজারে ব্যবসায় করতে আসবে। দেশে ফটোগ্রাফির সম্ভাবনা দেখে এবং এই খাতে আমাদের দক্ষতা বিবেচনা করে ম্যানফ্রোটো কাজ শুরু করেছে। আমরা দেশে ম্যানফ্রোটোর একমাত্র ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করছি।

শাকুর রিয়াজাত

শাকুর আরও বলেন, দেশের তরুণ প্রজন্ম ফটোগ্রাফি-ভিডিওগ্রাফির দিকে দিন দিন ব্যাপক হারে ঝুঁকে পড়ছে। এই খাতে মানসম্পন্ন সরঞ্জামাদির অভাব ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। আশা করছি সেই অভাব আর থাকবে না। এখন থেকে সাশ্রয়ী দামে বিশ্বমানের ফটো ও ভিডিওগ্রাফির সহায়ক নানা সরঞ্জাম পাবেন ক্রেতারা। এসব অত্যাধুনিক পণ্যের ব্যবহার দেশের এই সেক্টরকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। পাশের দেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশের সিনেমাটোগ্রাফির দিকে তাকালে দেখা যায়, তাদের কাজ অনেক মানসম্পন্ন এবং নিখুঁত। এর কারণ হচ্ছে এসব কাজের জন্য সহায়ক উপকরণের সহজলভ্যতা। ভালো কাজের জন্য সহায়ক ভালো সরঞ্জামাদি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে শিক্ষার্থীরা নানা ঘরানার ভিডিওচিত্র তৈরি করে ফেসবুক কিংবা ইউটিউবে শেয়ার করে। এসব কাজের মান দেখে আমাদের দেশের পরিচালকেরাও অবাক হয়ে যান। এসব করা সম্ভব হয় সংশ্লিষ্ট কাজের সহায়ক নানা টুলের ব্যবহার করে কাজ করা এবং এগুলোর সহজপ্রাপ্যতা। শাকুর রিয়াজাত বলেন, আমি মনে করি ম্যানফ্রোটোর কল্যাণে দেশের নতুন প্রজন্ম ফটোগ্রাফি-ভিডিওগ্রাফি খাতে ভালো সাপোর্ট পাবে এবং এই খাতের বিকাশ হবে দ্রুতগতিতে। দেশে আগে কিছু সরঞ্জামাদি পাওয়া যেত, তা বেশি দামে কিনতে হতো। এগুলোর বেশিরভাগই আসত অবৈধ পথে। ফলে দেশে এসব পণ্যে বিক্রয়পরবর্তী সেবা পাওয়া যেত না। আমাদের সাথে ম্যানফ্রোটোর ডিস্ট্রিবিউটরশিপ চালু হওয়ায় এখন দেশে বিশ্বমানের পণ্য সুলভে পাওয়া যাবে। আমরা সরাসরি ইউরোপ থেকে এসব পণ্য আমদানি করে বাজারজাত করব। অনেকেই সিঙ্গাপুর থেকে ফটো ও ভিডিওগ্রাফির নানা সরঞ্জামাদি কিনে দেশে ব্যবহার করেন। কিন্তু কোনো সমস্যা হলে ওই পণ্য আবার সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে সার্ভিসিং করা বা কিছু ভেঙে গেলে তা মেরামত করা ব্যয়বহুল ও অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। এখন আমাদের প্রতিটি পণ্যে দেশে বিক্রয়োত্তর সেবা পাবেন ক্রেতারা। পণ্যের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর কোনো সমস্যা হলে ক্রেতারা আমাদের সাপোর্ট পাবেন। ট্রেড কর্পোরেশন দেশের ফটো ও ভিডিওগ্রাফি জগতের বিস্তৃতি নিয়ে অনেক বেশি আন্তরিক। দীর্ঘদিন এই খাতে কাজ করার ফলে এটি হয়েছে। ক্রেতাদের হাতে সুলভে ভালো মানের পণ্য তুলে দিতে নিরলসভাবে কাজ করছে এই ট্রেড কর্পোরেশন এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে।

শাকুর বলেন, আমরা দেশের ফটোগ্রাফি-সিনেমাটোগ্রাফি ইনস্টিটিউট, অ্যাসোসিয়েশন ও গ্রুপগুলোর সাথে কাজ করব। নতুন যারা এই খাতে আসতে চায়, কাজ করতে চায়, তারা যেন মানসম্পন্ন ইক্যুইপমেন্ট ও ভালো সেবা পায়, এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই খাতটি এখন আগের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে। এই পথচলায় আমাদের সাথে ম্যানফ্রোটো আন্তরিকভাবে কাজ করবে। দেশের ফটো ও ভিডিওগ্রাফি খাতের বিকাশে ম্যানফ্রোটো বিভিন্নভাবে কাজ করবে। শুধু পণ্য বিক্রি নয়, এই খাতের মৌলিক কিছু বিষয় নিয়ে কাজ করবে ম্যানফ্রোটো। ট্রেড কর্পোরেশন ও ম্যানফ্রোটোর যৌথ উদ্যোগের ফলে দেশের ফটোগ্রাফি খাতের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে। ভিটেক গ্রুপের লিনো-ম্যানফ্রোটোর আরও কিছু উঁচু লেভেলের পণ্য যেমন– ট্রলি, ক্রেন এগুলো বিভিন্ন প্রোডাকশন হাউস ও টিভি চ্যানেলের কাজে লাগে। পর্যায়ক্রমে এই পণ্যগুলোও আমরা বাজারজাত করব। তবে চলতি বছর এবং আগামী বছর আমরা নতুন নতুন ফটোগ্রাফারস, সেমি প্রফেশনালস, ওয়েডিং ফটোগ্রাফারস ও ভিডিও গ্রাফারসদের টার্গেট করে কাজ করব। দেশের এই খাতটির উন্নয়ন প্রায় ২০ ভাগ। প্রতিবছরই এই হারে এই খাতটি এগোচ্ছে। আশা করি আগামী ১০ বছর ন্যূনতম হলেও এই হারে উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে। দেশের অর্থনীতির সাথে এই খাকটির প্রসার জড়িত।

অর্থনীতির আকার, জিডিপি বাড়লে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই শখের নানা বিষয় নিয়ে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে প্রধানতম হচ্ছে ফটোগ্রাফি। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর উঁচু পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্যে দেখা গেছে প্রতি পাঁচজনের দুইজনই ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী। মানুষের আয়ের ওপর এই খাতেরও প্রসার ঘটে। বাংলাদেশের জিডিপি যে হারে বাড়ছে, তাতে মনে হয়– এই ফটো ও ভিডিওগ্রাফি খাত আগামী দিনে অনেক বিস্তার লাভ করবে। এসব বিবেচনায় দেশের বাজারকে আমরা অনেক গুরুত্ব দিচ্ছি। আপাতত ঢাকা ও চট্টগ্রামে ট্রেড কর্পোরেশনের মাধ্যমে ম্যানফ্রোটোর পণ্য পাওয়া যাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব জেলায় ডিলারের মাধ্যমে এসব পণ্য পাওয়া যাবে কজ